তারিখ 15 JUN 2008
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

দৃষ্টি আকর্ষণ

প্রতিষ্ঠার পর থেকে দেশের একমাত্র আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় তার আবাসিক অবস্থান হারাতে বসেছে। আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে তার গৌরব কেবল নামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় নিয়ম করা হয় যে যতটি আসন ঠিক ততজন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। কিন্তু বর্তমানে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের প্রায় ৪০ শতাংশ আবাসিক সুবিধা পাচ্ছে না। অন্যদিকে যারা হলে অবস্থান করছেন তারাও অত্যন্ত মানবেতর জীবনযাপন করছেন। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি হলেই শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে।

জানা যায়, ১৯৭০ সালে ঢাকার অদূরে সাভারে দেশের একমাত্র আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে ৪টি বিভাগে (অর্থনীতি, পরিসংখ্যান, ভূগোল ও গণিত) মোট ১৫০ জন শিক্ষার্থী নিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৬টি বিভাগে প্রায় সাড়ে নয় হাজার শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১টি হলে মোট আসন সংখ্যা ৫৫৫৮টি। প্রত্যেকটি হলেই আসন সংখ্যার তুলনায় অতিরিক্ত শিক্ষার্থী অবস্থান করছে। শহীদ সালাম-বরকত হলে ৩৯৬টি আসনের বিপরীতে ৬শ' ছাত্র বসবাস করছে। আল- বেরুনী হলে ৪৪০টি আসনের বিপরীতে ৮শ' ছাত্র, মীর মশাররফ হোসেন হলে ৭০৮টি আসনের বিপরীতে ১২শ' ছাত্র, কামাল উদ্দিন হলে ৪শ' আসনের বিপরীতে ৬৮০ জন ছাত্র, মওলানা ভাসানী হলে ৭৬৮টি আসনের বিপরীতে ১১৫০জন ছাত্র এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলে ৭৬৮টি আসনের বিপরীতে ১১৫০ জন ছাত্র অবস্থান করছে। ছাত্রী হলগুলোতেও একই অবস্থা। শহীদ জননী জাহানারা ইমাম হলে ৫০৪টি আসনের বিপরীতে ৭শ' ছাত্রী অবস্থান করছে। ফজিলাতুন্নেসা হলে ২২২টি সিটের বিপরীতে ৩২০ জন ছাত্রী, বীরকন্যা প্রীতিলতা হলে ৫০৪টি আসনের বিপরীতে ৬৫০ জন ছাত্রী, ফয়জুন্নেসা হলে ৩৪০টি আসনের বিপরীতে ৪০০ জন ছাত্রী, বেগম খালেদা জিয়া হলে ৫১২টি আসনের বিপরীতে ৬৪০ জন ছাত্রী অবস্থান করছেন।

জাবিতে এক রুমে ত্রিশজন

এ সমস্যার শেষ কোথায়

জাবির গণরুমে একত্রে ত্রিশজনের বেশি ছাত্রকে থাকতে হচ্ছে

বিশ্ববিদ্যালয়ে এ শিক্ষাবর্ষে ২৬টি বিভাগে প্রায় ১৩শ' শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়েছে। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অনুমতি ছাড়াই লোকপ্রশাসন ও মাইক্রোবায়োলজি নামে দুটি বিভাগ খুলেছে প্রশাসন। পর্যাপ্ত শিক্ষক, ক্লাসরুম ছাড়াই এ দুটি বিভাগে এ শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। তীব্র আবাসন সমস্যার কারণে এ শিক্ষাবর্ষে ভর্তিকৃত প্রত্যেকটি বিভাগের কোন শিক্ষার্থীকেই হলে সিট বরাদ্দ দেয়া সম্ভব নয় বলে এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন

ভয়াবহ এ আবাসন সমস্যার মধ্য দিয়ে গত ১৬ মার্চ থেকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু হয়েছে ২০০৭-০৮ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক(সম্মান) প্রথম বর্ষের ক্লাস। বিশ্ববিদ্যালয়ে এ শিক্ষাবর্ষে ২৬টি বিভাগে প্রায় ১৩শ' শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়েছে। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অনুমতি ছাড়াই লোকপ্রশাসন ও মাইক্রোবায়োলজি নামে দুটি বিভাগ খুলেছে প্রশাসন। পর্যাপ্ত শিক্ষক, ক্লাসরুম ছাড়াই এ দুটি বিভাগে এ শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। তীব্র আবাসন সমস্যার কারণে এ শিক্ষাবর্ষে ভর্তিকৃত প্রত্যেকটি বিভাগের কোন শিক্ষার্থীকেই হলে সিট বরাদ্দ দেয়া সম্ভব নয় বলে এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। ফলে আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পরও প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছে ১টি সিট যেনো 'সোনার হরিণ'। নবাগত শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন হলের সংসদ রুম, কমন রুম, নামাজ রুম, ডাইনিং রুম, গেষ্ট রুমে অত্যন্ত মানবেতরভাবে বসবাস করছে। কোন কোন হলে টিভি রুমে নবাগত শিক্ষার্থীরা বেড পেতেছে। প্রত্যেকটি হলে সরেজমিন পরিদর্শন করে দেখা গেছে, নবাগত শিক্ষার্থীরা পড়াশোনার বদলে গল্প-গুজব, আড্ডায় সময় কাটাচ্ছে। 'সংসদ রুমে রাতের বেলা ঠিকমতো ঘুম হয় না। এজন্য সারাদিনই শরীরটা খারাপ লাগে। পড়াশোনার অবস্থাও খুব খারাপ, ক্লাসে কোন মজা পাই না'। ভারাক্রান্ত মনে বললেন, দেশের একমাত্র পূর্ণাঙ্গ আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সোহেল। অথচ ক্যাম্পাসে ভর্তি হওয়ার আগে সে শুনেছিল এখানে ভর্তি হলেই মিলবে থাকার সুব্যবস্থা। কিন্তু কঠিন বাস্তবতার মুখে এভাবে স্বপ্ন দেখা সোহেলদের অবস্থা অনেকটা শরণার্থীর জীবন। 'জানি না কবে সিট পাব তবে আমাদের জন্য হল প্রশাসন ইচ্ছা করলে অনেক কিছু করতে পারে। তাই গ্রীষ্মের ছুটির পরে এসে কি আবারও এভাবে থাকতে হবে?' প্রশ্ন করলেন সোহেল। এ বছর ভর্তিকৃত কোন শিক্ষার্থীকে সিট দিতে পারেনি প্রশাসন। ফলে মফস্বল থেকে আসা শিক্ষার্থীদের এভাবে কষ্ট করতে হচ্ছে। শহীদ সালাম-বরকত হলের গণরুমে গিয়ে দেখা যায় কয়েক বন্ধু মিলে একটি বাংলা গানকে প্যারোডি গাচ্ছে এভাবে— ভালো নাই, ভালো থেকো, গণরুমের ঠিকানায় চিঠি দিও। এছাড়া বিভিন্ন হলের নবাগত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, প্রতিটি গণরুমে ৩০-৪০ জন শিক্ষার্থী অবস্থান করায় তারা শিফটে শিফটে ঘুমায়। এখনও অনেক হলে ২ জনের রুমে থাকে ৪ জন, ৪ জনের রুমে থাকে ৮ জন যা অতি অমানবিক। এমনকি এখনও ২য় এবং ৩য় বর্ষের শিক্ষার্থীরা নিচতলায় একজনের সিটে দু'জন থাকছে।। এদিকে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, মেয়েদের হলগুলোতে এ সমস্যা আরও তীব্র আকার ধারণ করেছে। তাদের আবাসন পদ্ধতি যে কোন শরণার্থী শিবিরকেও হার মানাবে। প্রথম বর্ষের ছাত্রী আফনান হক তার প্রথম দিনের হলে থাকার অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে প্রায় কেঁদেই ফেলেছিল। তার মতে, যেখানে তাদের থাকতে হচ্ছে সেখানে কোন মানুষ থাকতে পারে না। আবাসন সংকট প্রকট হওয়ার অনেকগুলো কারণ পাওয়া যায়। ঠিকমতো ক্লাস-পরীক্ষা না নেয়ার ফলে সেশনজট বৃদ্ধি, শিক্ষা জীবন শেষ হওয়ার পরও অনেক শিক্ষার্থীর হলে অবস্থান, ছাত্রনেতাদের একাধিক রুম দখল এই আবাসন সংকটের জন্য প্রধানভাবে দায়ী। আবাসন সংকটের ব্যাপারে আ ফ ম কামালউদ্দিন হলের ওয়ার্ডেন ও দর্শন বিভাগের সভাপতি ফরিদ আহমদ বলেন, 'আমার মতে আবাসিক সমস্যার জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী হচ্ছে সেশনজট। যদি সব বিভাগের সভাপতিরা উদ্যোগী হয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণীর পরীক্ষা শেষ করতে পারেন, তবে সেশনজট অনেকাংশে কমে যাবে বলে মনে হয়। তবে শিক্ষাজীবন শেষ হওয়ার পর যদি নিয়মানুযায়ী হল ত্যাগ করে তবে তা আবাসিক সংকট নিরসনে আরও বেশি মঙ্গলজনক বলে মনে করি। 'দর্শন বিভাগের শিক্ষার্থী অভি, দীলিপ, শরীফ, হিমু, শামীম, মারুফ, রাহুল, সোহেল, রাসেল, জাহিদ, তম ও ইমন বলেন, 'অপরিকল্পিতভাবে দেশে নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা না করে যেগুলো রয়েছে সেগুলোর অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ তৈরিতে সরকারের মনোনিবেশ করা উচিত।' বর্তমানে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষার্থীর প্রধান দাবি হচ্ছে, যত দ্রুত সম্ভব বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসন সংকট নিরসন করে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনা।

মোঃ আরিফুল হক রাকিব